কলকাতা উচ্চ আদালত

ফৌজদারি পুনর্বিবেচনামূলক বিচারক্ষেত্র

আপিল বিভাগ

উপস্থিতঃ

মাননীয় বিচারপতি অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়

২০১৪ সালের সি. আর. আর. ১১৫৮

আব্দুল ওয়াদুদ খান্ডকার

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য

আবেদনকারীর জন্য — শ্রী নীলাদ্রি শেখর ঘোষ

শ্রী সৌরভ মন্ডল

রাজ্যের জন্য — শ্রী নারায়ণ প্রসাদ আগরওয়ালা

শ্রী প্রতীক বোস

শুনানি — ০৯.০৬.২০২৩.

বিচার — **২৭.০৯.২০২৩**

বিচারপতি অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়:-

১. আবেদনকারী তাৎক্ষণিক ফৌজদারি সংশোধন আবেদনটি দাখিল করেছেন, আবেদনকারী ১৯.০৯.২০১১ তারিখের দিনহাটা পি.এস. মামলা নং ৬২৫, ২০১১ তারিখের জি.আর. নং ৭১৩ এর সাথে সম্পর্কিত ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪২০/৪১৮/৪৬৮/৪৭১ ধারার অধীনে, যা দিনহাটা, কোচবিহারের বিজ্ঞ অতিরিক্ত মুখ্য জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে বিচারাধীন এবং উপরোক্ত মামলার সাথে সম্পর্কিত দিনহাটা, কোচবিহারের বিজ্ঞ অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশের অধীনে বিচারাধীন।

২. আবেদনকারী বলেছেন যে আবেদনকারীকে প্রাথমিকভাবে ১৯৭৭ সালের ১৭ অক্টোবর কোচবিহার জেলার পি. এস. দিনহাটার সোলমারি এন. এম. জুনিয়র হাই মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছিল।

৩. আবেদনকারীকে উক্ত সোলমারি এন. এম. জুনিয়র হাই মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ, পি. এস. দিনহাটা, জেলা-কোচবিহার সংশ্লিষ্ট জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (এসই) দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে বলা হয়েছিল যে জুনিয়র হাই মাদ্রাসাকে ১০ শ্রেণীর উচ্চ মাদ্রাসায় উন্নীত করা হয়েছিল এবং ফলস্বরূপ আবেদনকারীর নিয়োগও অনুমোদিত হয়েছিল উক্ত সোলমারি এন. এম. হাই মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক হিসাবে, পি. এস. দিনহাটা, জেলা-কোচবিহার (এরপরে উল্লিখিত হাই মাদ্রাসা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে)।

৪. উক্ত উচ্চ মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক হিসাবে কর্মরত আবেদনকারী দিনহাটা পুলিশ স্টেশনের আওতাধীন কোচবিহার জেলার মুসলিম বিবাহ রেজিস্ট্রার এবং কাজী হিসাবে নিয়োগের জন্য কোচবিহারের জেলা রেজিস্ট্রারের কাছে আবেদন করেছিলেন, সেই অনুযায়ী তৎকালীন জেলা রেজিস্ট্রার, কোচবিহার ১৯৮৬ সালের ৭ই অক্টোবর তাঁর মেমো নম্বর ৩২৭৮ (৮)/এমএমআর-এর মাধ্যমে আবেদনকারীর পক্ষে একটি সাক্ষাৎকারের চিঠি জারি করেছিলেন যাতে তিনি মুসলিম বিবাহ রেজিস্ট্রার এবং কাজী, পুণ্ডিবাড়ি/দিনহাটা পদে প্রাথমিক নির্বাচনের জন্য কোচবিহারের জেলা রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ে ৩১.১০.১৯৮৬-এ সাক্ষাৎকার নিতে পারেন।

৫. দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা রেজিস্ট্রারের সুপারিশের ভিত্তিতে, পশ্চিমবঙ্গের নিবন্ধনের উপ-মহাপরিদর্শক, তাঁর

মেমো নং ১৪,৬৮৯/এমআর/এম-এইচ/৮৬ তারিখ ২৪.১২.১৯৮৬, কিছু ব্যক্তিকে মুসলিম বিবাহ নিবন্ধক এবং কাজী হিসাবে তাদের দায়িত্বের পাশাপাশি সম্মানসূচক বিবাহ নিবন্ধক এবং কাজী হিসাবে থাকার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় এবং মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষকের বেতনভোগী পদে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

৬. ১৯৮৭ সালের ১৪ই অক্টোবর রেজিস্ট্রেশন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শকের ব্যক্তিগত সহকারী এবং প্রাক্তন অফিসিয়াল সচিব কোচবিহারের জেলা রেজিস্ট্রার কর্তৃক আয়োজিত সাক্ষাৎকারে নির্বাচিত হওয়ার পর রেজিস্ট্রেশন অধিদপ্তরের উপদেষ্টা কমিটি তাঁর চিঠি নং ১১৩৭৩-এর মাধ্যমে আবেদনকারীকে প্রবেশনারি মুসলিম বিবাহ রেজিস্ট্রার এবং কাজী পদের জন্য একটি সাক্ষাৎকারের জন্য ২৯.১০.১৯৮৭-এ তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা দেখানো সমস্ত প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র সহ উপদেষ্টা কমিটির সামনে উপস্থিত হওয়ার অনুরোধ জানায়, সেই অনুযায়ী আবেদনকারী তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা সহ সমস্ত প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র সহ উক্ত সাক্ষাৎকারে যথাযথভাবে উপস্থিত হন।

৭. সংশ্লিষ্ট উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা গৃহীত উপরোক্ত সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে, বিচার বিভাগের উপ-সচিব তার স্মারক নং 654-রেজিনের মাধ্যমে 29 জুন, 1988 তারিখের আবেদনকারীর কাছে উপস্থাপনের জন্য প্রেরণ করেন লাইসেন্স এবং সনদ, যা তাকে প্রবেশনকালীন অবস্থায়, কোচবেহের জেলার দিনহাটা থানার এখতিয়ারের মধ্যে মহম্মদন বিবাহ এবং বিবাহবিচ্ছেদ নিবন্ধন করার এবং একজন কাজীর ভূমিকা পালন করার ক্ষমতা প্রদান করে। পশ্চিমবঙ্গের নিবন্ধন মহাপরিদর্শক অনুরোধ করেন যে, সুযোগ পেলে যথাযথ সময়ে বাতিল করার জন্য পশ্চিমবঙ্গের নিবন্ধন মহাপরিদর্শকের মাধ্যমে উক্ত লাইসেন্সগুলি ফেরত দেওয়া উচিত।

৮. পশ্চিমবঙ্গের বিচার বিভাগের উপ-সচিব তার ২৯ জুন, ১৯৮৮ তারিখের স্মারকলিপি নং ৬৫৫-রেজিনের মাধ্যমে আবেদনকারীকে অবহিত করেন যে, তৎকালীন রাজ্যপাল আবেদনকারীকে কোচবিহার জেলার দিনহাটা থানার কাজী হিসেবে প্রবেশনকালীন নিয়োগ করতে পেরে খুশি হয়েছেন, যাতে তিনি কোচবিহার জেলার দিনহাটা থানার আওতাধীন বিবাহ উদযাপন এবং অন্যান্য আচার-অনুষ্ঠান পালন করতে পারেন, যা আবেদনকারীর দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ থেকে পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।

৯. বিচার বিভাগের উপ-সচিব ২৯ জুন, ১৯৮৮ তারিখের তার স্মারক নং ৬৫৭-রেজিনের মাধ্যমে আবেদনকারীকে জানান যে, তৎকালীন রাজ্যপাল আবেদনকারীকে কোচবিহার জেলার দিনহাটা থানার এখতিয়ারের মধ্যে মহাম্মদান রেজিস্ট্রার হিসেবে প্রবেশনকালীন নিয়োগ করতে পেরে খুশি, যা আবেদনকারীর দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ থেকে পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।

১০. পশ্চিমবঙ্গের বিচার বিভাগের উপ-সচিব ২৯শে জুন, ১৯৮৮ তারিখের তাঁর মেমো নং ৬৫৯-রেজিস্ট্রেশন-এর মাধ্যমে আবেদনকারীকে জানান যে, তৎকালীন রাজ্যপাল কোচবিহার জেলার দিনহাটা পুলিশ স্টেশনের এখতিয়ারের মধ্যে কার্যকর হওয়া সমস্ত মুহম্মদ বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদ আইন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিবন্ধনের জন্য আবেদনকারীকে প্রবেশন দেওয়ার জন্য অনুমোদন দিয়েছেন এবং রাজ্যপাল কর্তৃক বাতিল বা স্থগিত না হওয়া পর্যন্ত লাইসেন্স কার্যকর থাকবে।

১১. এরপরে পশ্চিমবঙ্গের বিচার বিভাগের উপ-সচিব ২৯ শে জুন, ১৯৮৮ তারিখের তাঁর মেমো নং ৬৬০-রেজিস্ট্রেশন ভিডিও করে আবেদনকারীকে জানিয়েছিলেন যে

অতঃপর রাজ্যপাল বিবাহ উদ্যাপন এবং অন্যান্য আচার অনুষ্ঠান সম্পাদনের জন্য দিনহাটা থানাধীন কোচবিহার জেলার দিনহাটার কাজী হিসাবে আবেদনকারীকে পরীক্ষামূলকভাবে নিয়োগ করতে সম্মত হন এবং রাজ্যপাল কর্তৃক এটি বাতিল বা স্থগিত না হওয়া পর্যন্ত এই সনদ (নিয়োগপত্র) কার্যকর থাকবে।

১২. আসাম সরকারের রেজিস্ট্রেশন বিভাগের উপ-সচিব ২০ জুলাই, ১৯৮৮ তারিখের একটি অফিস স্মারকলিপি জারি করেন, যার মাধ্যমে শিক্ষা বিভাগ থেকে ০২.০৪.১৯৮৭ তারিখের নং EDG-508/86/36 এর অধীনে মাদ্রাসা শিক্ষক কর্তৃক মুসলিম বিবাহ নিবন্ধকের নিয়োগের বিষয়ে জারি করা অফিস স্মারকলিপি সাবধানতার সাথে পরীক্ষা করার পর দেখা গেছে যে মুসলিম বিবাহ নিবন্ধকের পদটি মুসলিম সম্প্রদায়ের গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও ধর্মীয় স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী একটি দায়িত্বশীল পদ ছিল। পদটি সম্পূর্ণরূপে সম্মানসূচক, মৌসুমী এবং খণ্ডকালীন এবং নির্ধারিত যোগ্যতা সাধারণত মাদ্রাসায় শিক্ষকতায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য প্রযোজ্য। তাছাড়া, একজন বেকার যোগ্য ব্যক্তি বেতন ছাড়া এই সম্মানসূচক পদ গ্রহণ করবেন না। তাই পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত মুসলিম বিবাহ নিবন্ধকের দায়িত্ব পালনের জন্য বর্তমান পদ্ধতি অব্যাহত রাখা উচিত বলে মনে করা হচ্ছে।

১৩. আবেদনকারী বলেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের রেজিস্ট্রেশন ডিরেক্টরেটের ইন্সপেক্টর জেনারেল তাঁর ২০৭৭ নম্বর মেমো তারিখের ২৭.০২.১৯৯১-এর মাধ্যমে কোচবিহারের জেলা রেজিস্ট্রারকে জানিয়েছেন যে, ১৯৯১ সালের জন্য বার্ষিক বই বরাদ্দের মধ্যে থেকে তিনি কেনার জন্য ১,১৬০/- টাকা মঞ্জুর করেছেন। মুসলিম বিবাহ নিবন্ধকের স্থির নিবন্ধ যেখানে বরাদ্দ

৫০/- টাকা কোচবিহারের জেলা রেজিস্ট্রারের পক্ষে দেওয়া হয়েছে, সেই অনুযায়ী কোচবিহারের জেলা রেজিস্ট্রার আবেদনকারী কাজী ও মহামাদান বিবাহ রেজিস্ট্রার (সংক্ষেপে এমএমআর) দিনহাটার কাছে উক্ত মেমোটি পাঠিয়ে দিয়েছেন।

১৪. আবেদনকারী বলেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের রেজিস্ট্রেশন ডিরেক্টরেটের ইন্সপেক্টর জেনারেল তাঁর মেমো নম্বরের মাধ্যমে এম. এম. আর এবং কাজী দ্বারা সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলিকে যথাযথভাবে প্রত্যয়িত করার পরে বিবাহ শংসাপত্রের জেরক্স অনুলিপি দেওয়ার অনুমতি দিয়েছেন, তবে শর্ত থাকে যে এটি জনসমক্ষে গ্রহণে কোনও আপত্তি থাকবে না এবং এই মেমোটি জেলা রেজিস্ট্রার দ্বারা আবেদনকারীর কাছে পাঠানো হয়েছিল মেমো নম্বর ১০৩২ (৩) তারিখের মাধ্যমে, যা দিনহাটা পুলিশ স্টেশনের এমএমআর এবং কাজী তথ্য এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের জন্য।

১৫. আবেদনকারী বলেন যে, এরপর পশ্চিমবঙ্গের নিবন্ধন মহাপরিদর্শক, নিবন্ধন অধিদপ্তর, তার ২৯.০৭.১৯৯১ তারিখের স্মারকলিপি নং ৫৪৬৮ এর মাধ্যমে কোচবিহার জেলা রেজিস্ট্রারকে কোচবিহার জেলার এমএমআর এবং কাজীদের বিবরণ প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন এবং আরও একটি অনুরোধ করেন যে, তার জেলায় এমএমআর এবং কাজীর কোনও পদ খালি আছে কিনা এবং নতুন এমএমআর অফিস খোলার প্রস্তাব তার কাছে বিচারাধীন আছে কিনা তা জানাতে অনুরোধ করেন। সেই অনুযায়ী, জেলা রেজিস্ট্রার, কোচবিহার ৫.০৮.১৯৯১ তারিখের স্মারকলিপি নং ১৬৪৪ (৩) এর মাধ্যমে ২৯.০৭.১৯৯১ তারিখের স্মারকলিপি আবেদনকারীর কাছে প্রেরণ করেন যাতে সংশ্লিষ্ট কলামগুলি সঠিকভাবে পূরণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে পাঠানো হয় এবং যাচাইয়ের জন্য প্রাসঙ্গিক রেকর্ড সহ নিম্নস্বাক্ষরকারীদের সাথে দেখা করার অনুরোধ করা হয়।

১৬. আবেদনকারী বলেছেন যে যেহেতু আবেদনকারী অনিবার্য পরিস্থিতির কারণে সময়মতো কোচবিহারের জেলা রেজিস্ট্রার কর্তৃক ১৬৪৪ (৩) নম্বর মেমো দ্বারা চাওয়া বিবরণ জমা দেননি, তাই কোচবিহারের জেলা রেজিস্ট্রার তাঁর ১৭৮২ নম্বর মেমো/কাজী তারিখ ৩১.০৮.১৯৯১-এর মাধ্যমে আবেদনকারীকে নির্দেশ দিয়েছেন যে ০৫.০৮.১৯৯১ তারিখের চিঠিতে চাওয়া বিবরণগুলি ইতিবাচকভাবে মেইল ফেরত দিয়ে জমা দিতে, সেই অনুযায়ী আবেদনকারী প্রয়োজনীয় বিবরণ জমা দিয়েছেন এবং প্রাসঙ্গিক রেকর্ড সহ কোচবিহারের জেলা রেজিস্ট্রারের সাথে দেখা করেছেন।

১৭. আবেদনকারী বলেছেন যে যেহেতু নিয়োগ এবং সানাদ আবেদনকারী কোচবিহার জেলার দিনহাটা পুলিশ স্টেশনের এখতিয়ারের মধ্যে এমএমআর এবং কাজী হিসাবে উক্ত উচ্চ মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক হিসাবে তাঁর স্বাভাবিক দায়িত্বের পাশাপাশি কাজ করেছেন এবং এমএমআর এবং কাজী জেলা রেজিস্ট্রার হিসাবে আবেদনকারীর পারফরম্যান্সে সন্তুষ্ট হয়ে কোচবিহার তাঁর মেমো নং ১৪৯৯ (২) তারিখ ০২.০৬.১৯৯২ দ্বারা আবেদনকারীকে অনুরোধ করেছেন যে সুকতাবাড়ীর স্থায়ী ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত তাঁর নিজের দায়িত্বের পাশাপাশি কোচবিহার জেলার সুকতাবাড়ীর এমএমআর এবং কাজী হিসাবে অস্থায়ীভাবে কাজ করুন।

১৮. আবেদনকারীর দাবি, পশ্চিমবঙ্গের উপ-পরিদর্শক (রেজিস্ট্রেশন) ১৯৯২-১৯৯৩ সালের ১১.০২.১৯৯৩ তারিখের তার চিঠি নং ১১২১-এর মাধ্যমে কোচবিহার জেলা সহ সংশ্লিষ্ট জেলাগুলির জন্য এমএমআর-দের দ্বারা স্টেশনারি জিনিসপত্র কেনার জন্য তহবিল বরাদ্দ করেছিলেন, যা জেলা রেজিস্ট্রার, কোচবিহার ২৬.০২.১৯৯৩ তারিখের তার স্মারক নং ৪৭২(২) এর মাধ্যমে আবেদনকারীর কাছে প্রেরণ করেছিলেন।

১৯. আবেদনকারী বলেন, পশ্চিমবঙ্গের বিচার বিভাগের উপ-সচিব ১৯৯৫ সালের ২৮শে জুলাই তারিখে তাঁর ২৫৯ নম্বর স্মারকলিপির মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের রেজিস্ট্রেশন মহাপরিদর্শক এবং পশ্চিমবঙ্গের স্ট্যাম্প রাজস্ব কমিশনারকে জানান যে, তাঁর নিয়ন্ত্রণে থাকা সমস্ত এমএমআর এবং কাজীকে বিজ্ঞপ্তি নং-এর নিয়ম ২২-এর অধীনে প্রয়োজনীয় একটি চার্ট প্রকাশ করার পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে। ৬২০-১৯২৯ সালের ১৪ই আগস্ট তারিখে তাঁর কার্যালয়ের একটি সুস্পষ্ট স্থানে নিবন্ধিত জনসাধারণের সদস্যদের গঠনের জন্য তাঁর দায়িত্ব পালনের জন্য তাঁর দ্বারা আরোপিত ফি দেখানো হয়েছে, উল্লিখিত আইন ও বিধি অনুসারে তাদের বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদ নিবন্ধিত করতে ইচ্ছুক, উক্ত মেমোটি কোচবিহারের জেলা নিবন্ধক আবেদনকারীর কাছে তাঁর মেমো নম্বর ১৮৪০/এমএমআর তারিখ ২৪.০১.১৯৯৬-এর মাধ্যমে তথ্যের জন্য প্রেরণ করেছিলেন।

২০. আবেদনকারী বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গের বিচার বিভাগের উপ-সচিব ১৯শে অক্টোবর, ১৯৯৫ তারিখের তাঁর ৩৭৬ নম্বর আদেশের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের রেজিস্ট্রেশন মহাপরিদর্শক এবং স্ট্যাম্প ডিউটি কমিশনারকে জানিয়েছিলেন যে, সংশ্লিষ্ট জেলা রেজিস্ট্রারের কাছ থেকে পূর্ব অনুমতি পাওয়ার পরে মুসলিম বিবাহ রেজিস্ট্রার এবং কাজী নিজের খরচে বই এবং ফর্মগুলি মুদ্রণ করতে পারবেন। সংশ্লিষ্ট জেলা রেজিস্ট্রারের কাছ থেকে লিখিত অনুমতি না পেলে তাঁর দ্বারা কোনও বই এবং ফর্ম মুদ্রণ করা যাবে না এবং এই জাতীয় ব্যক্তিগতভাবে মুদ্রিত বই এবং ফর্মগুলি যথাযথ প্রমাণীকরণের পরে সংশ্লিষ্ট মুসলিম রেজিস্ট্রার এবং কাজী দ্বারা ব্যবহার করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট জেলা রেজিস্ট্রারের কাছ থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। তারপর তিনি দেবেন

সংশ্লিষ্ট জেলা রেজিস্ট্রারের পাল্টা স্বাক্ষরের অধীনে নায়েব কাজীকে নিয়োগ করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট জেলা রেজিস্ট্রারের অনুমতি নিয়ে "জাতীয় প্রতীক" লিখে তাঁর সংবিধিবদ্ধ অফিসের সিল তৈরি করা হবে এবং রেজিস্ট্রেশন ডিরেক্টরেটের কাছ থেকে বেঙ্গল মহামাদান বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদ নিবন্ধন আইন, ১৮৭৬, কাজী আইন, ১৮৮০, পশ্চিমবঙ্গ বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদ নিবন্ধন বিধি, ১৯২৯ (বিজ্ঞপ্তি নম্বর ৬২০-রাজত্ব তারিখ ১৪.০৮.১৯২৯)-এর সাইক্লোস্টাইল/জেরক্স কপি সংগ্রহ করা হবে এবং ১৯শে অক্টোবর, ১৯৯৫ তারিখের উক্ত আদেশটি কোচবিহারের জেলা রেজিস্ট্রার আবেদনকারীর কাছে তথ্য এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের জন্য প্রেরণ করেছিলেন।

২১. আবেদনকারী বলেছেন যে কোচবিহারের জেলা রেজিস্ট্রার আবেদনকারীর পক্ষে এমএমআর এবং দিনহাটার কাজী হিসাবে ১৯.০৪.১৯৯৬ তারিখের একটি পরিচয়পত্র জারি করেছেন।

২২. আবেদনকারী বলেছেন যে একই পরিস্থিতিতে অন্যান্য মাননীয় হাইকোর্টও একই পরিস্থিতি মোকাবেলা করেছে। সাদু আসাম মুসলিম বিবাহ তালাক আরু কাজী সান্থা - বনাম আসাম রাজ্য ও অন্যান্যরা মামলায় ১৯৯১ সালের দেওয়ানি রুল নং ২৪২-এ গৃহীত ২৩ জুলাই, ১৯৯৬ তারিখের একটি রায় এবং আদেশের সরাসরি উল্লেখ করা যেতে পারে, মাননীয় গৌহাটি হাইকোর্ট সেখানে বিবাদীদের নির্দেশ দিয়েছে যে আবেদনকারীকে স্কুল শিক্ষক হিসেবে কাজ করার পাশাপাশি আর্থিক সুবিধার অন্য কোনও ভাতা দাবি না করে সম্মানসূচক ভিত্তিতে কাজী হিসেবে কাজ করার অনুমতি দেওয়া হোক এবং এর ফলে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে যে যদি আবেদনকারী কাজী হিসেবে কাজ করেন, তাহলে তিনি কাজী হিসেবে কাজ করার জন্য কোনও আর্থিক সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন না কারণ এটি সম্পূর্ণরূপে একটি সম্মানসূচক পদ হওয়া উচিত।

২৩. আবেদনকারী বলেছেন যে জেলা রেজিস্ট্রার, তাঁর ২৩৪২ নম্বর মেমো তারিখের ০৪.১১.১৯৯৭-এর মাধ্যমে আবেদনকারীকে দিনহাটা পুলিশ স্টেশনের এমএমআর এবং কাজী হিসাবে তাঁর অফিসের একটি সুস্পষ্ট জায়গায় একটি তালিকা প্রদর্শন করার অনুরোধ করেছেন, যা তাদের বিবাহ এবং বিবাহবিচ্ছেদ নিবন্ধিত করতে ইচ্ছুক এবং এমএমআর এবং কাজী আইন ও বিধির বিধান অনুসারে প্রত্যয়িত অনুলিপি নিতে ইচ্ছুক দলগুলির জন্য অভিযোগগুলি দেখায়।

২৪. আবেদনকারী বলেন, অতিরিক্ত রেজিস্ট্রেশন মহাপরিদর্শক তাঁর ২৪.০৩.১৯৯৮ তারিখের আদেশ নং ৮১৯/(২০)-এর মাধ্যমে জেলা রেজিস্ট্রার, কোচবিহারকে তার জেলার অধীনে গত তিন আর্থিক বছরে এমএমআর ও কাজী কর্তৃক নিবন্ধিত বিবাহের সংখ্যা দ্রুততার সাথে জমা দেওয়ার অনুরোধ জানান এবং সংশ্লিষ্ট এমএমআর ও কাজীদের জি ও নম্বর এবং জন্ম তারিখের সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্টের তারিখ সরবরাহ করার অনুরোধ জানান। একই একটি অনুলিপি জেলা রেজিস্ট্রার, কোচবিহার দ্বারা তার মেমো নং ৮৫৯ (৩) তারিখ ২০.০৪.১৯৯৮ দ্বারা আবেদনকারীকে অবিলম্বে বিবৃতি জমা দেওয়ার অনুরোধ সহ প্রেরণ করা হয়েছিল, তদনুসারে আবেদনকারী অনুরোধ অনুযায়ী বিবৃতি জমা দিয়েছেন।

২৫. আবেদনকারী বলেন, জেলা রেজিস্ট্রার তার মেমো নং ২৩৩৩ (৩)/এমএমআর তারিখ ০৬.১১.১৯৯৮-এর মাধ্যমে আবেদনকারীকে মুসলিম বিবাহ রেজিস্ট্রার এবং কাজী এবং মুসলিম বিবাহ রেজিস্ট্রার ও কাজী সম্পর্কিত আদালতের মামলাগুলির নাম ও এখতিয়ার যত দ্রুত সম্ভব অধিদপ্তরের কাছে প্রেরণের জন্য জমা দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন।

২৬. আবেদনকারী জানান, পশ্চিমবঙ্গের বিচার বিভাগের জেলা রেজিস্ট্রার তাঁর ২০.০২.২০০২ তারিখের মেমো নং ২৭০ (৩)/এমএমআর-এর মাধ্যমে একটি অনুলিপি প্রেরণ করেছেন

তথ্য এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের জন্য কোচবিহার জেলার দিনহাটা পুলিশ স্টেশনের এমএমআর এবং কাজী আবেদনকারীকে ২০০১ সালের ৬ ডিসেম্বর মাসের ২৪৭-জেএল গেজেট বিজ্ঞপ্তির তথ্য এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের জন্য।

২৭. আবেদনকারী বলেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের জেলা রেজিস্ট্রার, বিচার বিভাগ, তাঁর ১২৩৫/এমএমআর তারিখের ২৮.০৯.২০০২-এর মাধ্যমে আবেদনকারীকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, ৬৫ বছর বয়স পূর্ণ হলে তাঁর নিকটতম এমএমআর এবং কাজীকে তাঁর অফিসের দায়িত্ব হস্তান্তর করতে হবে এবং পশ্চিমবঙ্গের রেজিস্ট্রেশন ও স্ট্যাম্প রাজস্ব অধিদপ্তরের নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর কাছে রিপোর্ট করতে হবে।

২৮. আবেদনকারী বলেছেন যে, দক্ষিণ ২৪-পরগনার জেলা রেজিস্ট্রার তার ২৭৯৩ নং মেমো, তারিখ ফেব্রুয়ারী ০৩,২০০৫-এর মাধ্যমে সচিব, তাংরখালি পিজেপি উচ্চ বিদ্যালয়কে জানিয়েছেন যে, মুসলিম বিবাহ রেজিস্টার এবং কাজিরা সরকারের কাছ থেকে কোনও পারিশ্রমিক পান না।

২৯. আবেদনকারী বলেছেন যে পশ্চিমবঙ্গের জেলা রেজিস্ট্রার, জুডিশিয়াল ডিপার্টমেন্ট, তাঁর ১২১ (৩)/এমএমআর তারিখের আবেদনকারী বলেছেন যে আবেদনকারী যথাযথভাবে পশ্চিমবঙ্গের জেলা রেজিস্ট্রার, জুডিশিয়াল ডিপার্টমেন্টের সাথে দেখা করেছেন ০১.০৩.২০০৬ যাচাইয়ের জন্য তাঁর মূল নিয়োগ আদেশ সহ এবং যাচাইয়ের পরে, জেলা নিবন্ধক, কোচবিহার আবেদনকারীকে প্রোফরমা রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন

৩০. আবেদনকারী জানিয়েছেন যে আবেদনকারী যথাযথভাবে জেলা রেজিস্ট্রার, জুডিশিয়াল ডিপার্টমেন্ট, পশ্চিমবঙ্গের সাথে 01.03.2006 তারিখে তার আসল নিয়োগের আদেশ যাচাইয়ের জন্য এবং যাচাইয়ের পরে, জেলা রেজিস্ট্রার, কোচবিহার আবেদনকারীকে প্রফরমা রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন

বছরের শেষের দিকে বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষেত্রে, তদনুসারে আবেদনকারী তাঁর ১৬ নং মেমো তারিখের ১০.০৩.২০০৬-এর মাধ্যমে ০১.০৪.২০০৪ থেকে ২৪.০৩.২০০৫ পর্যন্ত শেষ হওয়া বছরের জন্য বিবাহ নিবন্ধনের প্রফরমা রিপোর্ট কোচবিহারের জেলা রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ে জমা দিয়েছেন।

৩১. আবেদনকারী বলেন যে, রাজ্যপাল হস্তান্তরিত বিষয় (অস্থায়ী প্রশাসন) বিধিমালা, ১৯২৯-এর কিছু সংশোধনী করতে পেরে খুশি হয়েছেন এবং এর মাধ্যমে বিধান করা হয়েছে যে, মহামাদান বিবাহ নিবন্ধকের লাইসেন্স ৬৫ বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত কার্যকর থাকবে, অথবা রাজ্য সরকার কর্তৃক এই ধরনের লাইসেন্স বাতিল বা স্থগিত করা হবে, যেটি আগে কলকাতা গেজেটে ১৫ই অক্টোবর, ২০০৯ তারিখের ৫৪৫-জেএল বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে করা হয়েছিল।

৩২. আবেদনকারী বলেছেন যে আবেদনকারী শুধুমাত্র স্বীকৃত মাদ্রাসার অনুমোদিত সহকারী শিক্ষকই নন, রাজ্যের সংশ্লিষ্ট জেলাগুলিতে বিভিন্ন স্বীকৃত মাদ্রাসা/বিদ্যালয়ের বিপুল সংখ্যক অনুমোদিত সহকারী শিক্ষককে এমএমআর এবং কাজী হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল এবং তারা বেঙ্গল মুসলিম বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদ নিবন্ধকরণ আইন, ১৮৭৬ এবং হস্তান্তরিত বিষয় (অস্থায়ী প্রশাসন) বিধিমালা, ১৯২৯-এর বিধি ২৭ এবং ৬৩ অনুসারে এমএমআর এবং কাজী হিসাবেও কাজ করছেন।

৩৩. আবেদনকারী জানান, জেলা রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) কোচবিহার, অর্থ (রাজস্ব) বিভাগ, কোচবিহার তার মেমো নং ৮৫৭/এমএমআর তারিখ ১২.০৯.২০১১-এর মাধ্যমে কোচবিহারের দিনহাটা পুলিশ স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত পরিদর্শকের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন

আবেদনকারী দীর্ঘদিন ধরে মুসলিম বিবাহ নিবন্ধক এবং কাজী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন এবং আবেদনকারী দিনহাটার শৌলমারি নাছিনিয়া জুনিয়র হাই মাদ্রাসার একজন সহকারী শিক্ষক ছিলেন। স্কুল শিক্ষা বিভাগ, মাধ্যমিক শাখা, বিকাশ ভবন, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা - ৭০০ ০৯১ তারিখের স্মারকলিপি নং ২২৭২-SE(S) অনুসারে, একজন স্কুল শিক্ষক যেকোনো ধরণের লাভ, পেশা বা অন্যান্য কাজে নিযুক্ত থাকতে পারেন। কোচবিহারের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ২২.০৪.২০০২ তারিখের স্মারকলিপি নং ৫০২-SE(S)/১০M- ২৬/২০০২ এর মাধ্যমে এটি আরও নিশ্চিত করেছেন, যার মাধ্যমে আবেদনকারীকে কাজী হিসেবে তার কাজ চালিয়ে না যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ করা হয়েছে যে আবেদনকারী মুসলিম বিবাহ নিবন্ধনের সম্পূর্ণ অনুশীলনে ছিলেন, যেমন এমএমআর এবং কাজী, কোনও কর্তৃত্ব ছাড়াই সাইন বোর্ড প্রদর্শন করে এবং স্ব-ঘোষিত পরিচয়পত্র তৈরি করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নাম ব্যবহার করে এবং আবেদনকারী, কথিত অননুমোদিত এমএমআর এবং কাজী, সরকারি নিয়মের স্পষ্ট লঙ্ঘন এবং সরকারি আদেশ অমান্য করে তার অশুভ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য এক অদ্ভুত উন্মাদনায় লিপ্ত ছিলেন। অভিযোগ করা হয়েছে যে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ আনা হয়েছে যেমন আবেদনকারী কোনও সরকারি আদেশ ছাড়াই এবং সরকারি নির্দেশনার বিপরীতে এমএমআর এবং কাজী হিসেবে কাজ করছেন যা সরকারি কর্তৃপক্ষের প্রতি যথেষ্ট অসম্মানজনক, কোনও কর্তৃত্ব ছাড়াই আবেদনকারী সাইন বোর্ড স্থাপন করেছেন এবং সরকারের নাম ব্যবহার করে ব্যক্তিগত পরিচয়পত্র তৈরি করেছেন, আবেদনকারী কোনও কর্তৃত্ব ছাড়াই ইচ্ছাকৃতভাবে মুসলিম বিবাহ নিবন্ধনের বিভিন্ন ফর্ম মুদ্রণ করেছেন, আবেদনকারী তথাকথিত মুসলিম বিবাহের জাল রসিদ এবং সীল সহ সার্টিফিকেট জারি করছেন।

জাতীয় প্রতীক, জাতীয় গুরুত্বের সম্মান, মর্যাদা এবং মর্যাদার প্রতীক, আবেদনকারী নিরীহ জনগণের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ আদায় করছিলেন এবং আবেদনকারী একজন ছদ্ম এমএমআর এবং কাজীর স্টাইলে সরকার এবং জনসাধারণের সাথে প্রতারণা করছিলেন। সেই অনুযায়ী, দিনহাটা থানার ভারপ্রাপ্ত পরিদর্শক উক্ত অভিযোগটিকে এফআইআর হিসেবে বিবেচনা করে, আবেদনকারীর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪২০/৪১৮/৪৬৮/৪৭১ ধারার অধীনে ১৯.০৯.২০১১ তারিখে দিনহাটা থানায় মামলা নং ৬৫৬/২০১১ শুরু করেন।

৩৪. আবেদনকারী বলেন যে, যদিও ১২.০৯.২০১১ তারিখের অভিযোগকৃত অভিযোগে, কোচবিহার জেলা রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) ২১.১২.২০০১ তারিখের মেমো নং ২২৭২-এসই(এস) নির্ভর করেছিলেন, কিন্তু উক্ত মেমোতে বিশেষভাবে বলা হয়েছে যে স্কুল/মাদ্রাসার কোনও শিক্ষক বা অশিক্ষক কর্মী ব্যক্তিগত শিক্ষাদানে নিযুক্ত নন, কোনও ধরণের ব্যবসা, বাণিজ্যে নিযুক্ত নন বা কোনও কোম্পানি/কর্পোরেশনের এজেন্ট হিসেবে কাজ করছেন না, তবে স্থানান্তরিত বিষয় (অস্থায়ী নিয়োগ) বিধি, ১৯২৯ এর বিধি ২৪ অনুসারে, বিশেষভাবে বলা হয়েছে যে একজন মহম্মদন রেজিস্ট্রারকে অন্য কোনও বেতনভুক্ত নিয়োগ থেকে বিরত রাখা উচিত নয়, তবে শর্ত থাকে যে এটি মুহাম্মদান রেজিস্ট্রার হিসাবে তার দায়িত্ব পালনে হস্তক্ষেপ না করে এবং তিনি নিবন্ধন মহাপরিদর্শকের পূর্ব অনুমতি গ্রহণ করেন এবং ২০ জানুয়ারী, ২০০৫ তারিখের সরকারি আদেশ অনুসারে, বিশেষভাবে বলা হয়েছে যে একজন শিক্ষক বা অশিক্ষক কর্মী, তার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে, যেকোনো সম্মানসূচক কাজ করতে পারেন। প্রতিষ্ঠানের প্রতি তার কর্তব্যে বাধা না দিয়ে এবং স্থানান্তরিত বিষয় (অস্থায়ী নিয়োগ) বিধি, ১৯২৯ এর বিধি ২৩ অনুসারে সামাজিক ও দাতব্য প্রকৃতির

সুতরাং আবেদনকারী কোনও ধরনের ব্যবসা, বাণিজ্য বা কোনও সংস্থা/কর্পোরেশনের এজেন্ট হিসাবে কাজ করছেন না যেমন লিখিত অভিযোগে অভিযোগ করা হয়েছে যা প্রথম তথ্য প্রতিবেদন হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল এবং আবেদনকারীর বিরুদ্ধে রেফারেন্সের অধীনে মামলা শুরু করেছিল।

৩৫. অতএব লিখিত অভিযোগে অভিযুক্ত কোনও সংস্থা/কর্পোরেশনের এজেন্ট হিসাবে আবেদনকারী কোনও ধরনের ব্যবসা, ব্যবসা বা কাজ করছেন না বলে কাজ করুন যা প্রাথমিক তথ্য প্রতিবেদন হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল এবং আবেদনকারীর বিরুদ্ধে রেফারেন্সের অধীনে মামলা শুরু করেছিলেন। আবেদনকারী বলেছেন যে আবেদনকারী ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪২০/৪১৮/৪৬৮/৪৭১ ধারার অধীনে দিনহাটা থানা মামলা নং ৬৫৬/২০১১ তারিখে গ্রেপ্তারের আশঙ্কা করছেন। ২০১১ সালের ৭১৩ নং ফৌজদারি বিবিধ মামলা হিসাবে আগাম জামিনের জন্য আবেদন করেছিলেন। ২০১১ সালের ১৪৯৬ খ্রিষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারি কোচবিহারের বিজ্ঞ দায়রা জজ-এর সামনে উক্ত আবেদনটি বিবেচনা করে বিজ্ঞ দায়রা জজ আগাম জামিনের জন্য উক্ত আবেদনটি মঞ্জুর করেন।

৩৬. আবেদনকারী বলেছেন যে উপরোক্ত মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা কোচবিহারের দিনহাটার অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ৩১ জানুয়ারী, ২০১২ তারিখের চার্জশিট/চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দিয়েছেন।

৩৭. আবেদনে বলা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিচার বিভাগের সচিব, মেমো নং ৬২২-জেই/XIV তারিখ ২৫.০৫.২০১৫ এর মাধ্যমে কোচবিহারের জেলা রেজিস্ট্রার কর্তৃক তুফানগঞ্জ থানায় মোহামেডান বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদ নিবন্ধনের জন্য ১৮.০৪.২০১৪ থেকে অস্থায়ীভাবে মুসলিম বিবাহ নিবন্ধক হিসাবে কাজ করার জন্য একজন মোসারফ হোসেন আনসারিকে নিয়োগ করেছেন।

৩৮. আবেদনকারী বলেছেন যে এর ধারা ৬ এর অধীনে একটি আবেদনের ভিত্তিতে তথ্যের অধিকার আইন মো. কাজী মুস্তাফা কামাল রাব্বারল কর্তৃক প্রণীত,

মুর্শিদাবাদের স্কুলগুলির জেলা পরিদর্শক (এসই) তাঁর ৫৮৬-জি তারিখের স্মারকলিপির মাধ্যমে এই তথ্য দিয়েছেন যে মো. মোসারফ হোসেন আনসারিও মুর্শিদাবাদের পাটকেল ডাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়ের এম. এ, বি. এড যোগ্যতার সাথে আরবির সহকারী শিক্ষক।

৩৯. আবেদনকারীর পক্ষে শিক্ষিত উকিল বলেন যে আবেদনকারী প্রাথমিকভাবে একটি স্বীকৃত জুনিয়র হাই মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হন এবং সরকারী আদেশ নং ১ এর বিধান অনুসারে সহকারী শিক্ষক হিসাবে কাজ করার সময়। ১৯২৯ সালের ১৪ই আগস্ট তারিখের ৬২০-রেগন এমএমআর এবং কাজী হিসাবে নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতার একটি আবেদন করেছিলেন এবং এই আবেদনের ভিত্তিতে আবেদনকারীকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুষ্ঠিত সাক্ষাত্কারে উপস্থিত করা হয়েছিল এবং নির্বাচিত হওয়ার পরে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট জুনিয়র হাই মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক হিসাবে তার স্বাভাবিক দায়িত্বের পাশাপাশি কোচবিহারের দিনহাটা পুলিশ স্টেশনের এখতিয়ারের মধ্যে এমএমআর এবং কাজী হিসাবে কাজ করার জন্য আবেদনকারীর পক্ষে লাইসেন্স এবং সানাদ জারি করে, পরবর্তীকালে উক্ত মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক হিসাবে তার স্বাভাবিক দায়িত্বকে বাধা না দিয়ে হাই মাদ্রাসা হিসাবে।

৪০. আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করেছেন যে এই আবেদনের সাথে সংযুক্ত নথিপত্রের ধারাবাহিকতা থেকে এটি স্পষ্ট যে আবেদনকারী ১৯২৯ সালের বিধি ২৪ এর বিধি অনুসারে এবং ২১.১২.২০০১ এবং ২০.০১.২০০৫ তারিখের সরকারি আদেশ অনুসারে, সংশ্লিষ্ট উচ্চ মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক হিসেবে তার স্বাভাবিক দায়িত্বের পাশাপাশি দিনহাটা থানা এলাকার এমএমআর এবং কাজী হিসেবে এমএমআর এবং কাজী হিসেবে এমএমআরের কর্মক্ষমতা হিসাবে কাজ করার জন্য নিযুক্ত ছিলেন এবং

কাজী কোনও সংস্থা/কর্পোরেশনের ব্যবসা, ব্যবসা বা প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করছেন না এবং উক্ত বিধি, ১৯২৯-এর ২৪ নম্বর বিধির অধীনে বিধান করা হয়েছে যে, একজন মহামাদান রেজিস্ট্রারকে অন্য কোনও বেতনভোগী নিয়োগ থেকে নিষিদ্ধ করা হবে না, তবে শর্ত থাকে যে এটি মহামাদান রেজিস্ট্রার হিসাবে তাঁর দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে হস্তক্ষেপ করবে না এবং আরও শর্ত থাকে যে তিনি রেজিস্ট্রেশন মহাপরিচালকের পূর্ব অনুমতি পেয়েছিলেন কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে আবেদনকারী কোনও স্বীকৃত উচ্চ মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক হিসাবে কাজ করার সময় এমএমআর এবং কাজী হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন, তাই রেজিস্ট্রেশন মহাপরিচালকের পূর্ব অনুমতির প্রয়োজন ছিল না।

৪১. আবেদনকারীর পক্ষে বিদ্বান উকিল বলেন যে, সরকারী গেজেটে প্রকাশিত ১৫ই অক্টোবর, ২০০৯ তারিখের সরকারি বিজ্ঞপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে, যেখানে বিধান করা হয়েছে যে, একজন মহামাদান রেজিস্ট্রারের লাইসেন্স ৬৫ বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত কার্যকর থাকবে, অথবা রাজ্য সরকার কর্তৃক এই ধরনের লাইসেন্স বাতিল বা স্থগিত করা হবে, যেটি আগে হোক না কেন, এইভাবে রাজ্য সরকারের কোনও আদেশ ছাড়াই জেলা রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) কোচবিহার দ্বারা দায়ের করা অভিপ্রায় অভিযোগ, যার ফলে আবেদনকারীর পক্ষে প্রদত্ত লাইসেন্স বাতিল বা স্থগিত করা হয়েছে, কার্যকর রয়েছে কারণ আবেদনকারী ৬৫ বছর বয়স অর্জন করেননি।

৪২. আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জমা দিয়েছিলেন যে পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ১৪ জানুয়ারী, ২০০৫ তারিখে জারি করা বিজ্ঞপ্তির বিধানগুলি থেকে যে কোনও শিক্ষক বা অ-শিক্ষক কর্মী তাঁর নিয়োগ কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে সামাজিক এবং দাতব্য প্রকৃতির যে কোনও সম্মানসূচক কাজ করতে পারেন

প্রতিষ্ঠান এবং একই সঙ্গে হস্তান্তরিত বিষয় (অস্থায়ী প্রশাসন) বিধিমালা, ১৯২৯-এর নিয়ম ২৪-এর পরিপ্রেক্ষিতে বিধান করা হয়েছে যে, একজন মহামাদান রেজিস্ট্রারকে অন্য কোনও বেতনভোগী নিয়োগ থেকে নিষিদ্ধ করা হবে না, তবে শর্ত থাকে যে এটি মহামাদান রেজিস্ট্রার হিসাবে তাঁর দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে হস্তক্ষেপ করবে না, এইভাবে আবেদনকারী সহকারী শিক্ষক বা এমএমআর এবং কাজী হিসাবে তাঁর দায়িত্বের ক্ষেত্রে কোনও বাধা ছাড়াই স্বীকৃত মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক হিসাবে কাজ করার সময় এমএমআর এবং কাজী হিসাবে কাজ করেছিলেন।

৪৩. আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করেন যে, ১৯ অক্টোবর, ১৯৯৫ তারিখের সরকারি আদেশে আবেদনকারীকে এমএমআর এবং কাজী হিসেবে নিযুক্ত করার পর, আবেদনকারীকে সংশ্লিষ্ট জেলা রেজিস্ট্রারের পূর্বানুমতি গ্রহণের পর নিজ খরচে বই এবং ফর্ম মুদ্রণ করার এবং সংশ্লিষ্ট জেলা রেজিস্ট্রারের অনুমতিক্রমে "জাতীয় প্রতীক" লেখা তার বিধিবদ্ধ অফিস সিল প্রস্তুত করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। সেই অনুযায়ী, আবেদনকারী আইন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে সংশ্লিষ্ট জেলা রেজিস্ট্রারের অনুমতিক্রমে এমএমআর এবং কাজী হিসেবে একই কাজ করেছিলেন। সুতরাং, তার অফিস সিলে জাতীয় প্রতীকের অবৈধ ব্যবহারের অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্পষ্ট, বানোয়াট এবং অসার এবং বিশেষ করে আবেদনকারীকে ১৯২৯ সালের স্থানান্তরিত বিষয় (অস্থায়ী প্রশাসন) নিয়মাবলীর ২৩ নং বিধি অনুসারে এমএমআর হিসেবে এবং কাজীকে বেতন বা কোনও পারিশ্রমিক হিসেবে নয় বরং বৈধ পারিশ্রমিক হিসেবে ফি গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। অতএব, আবেদনকারীর বিরুদ্ধে কথিত অভিযোগ আইনের দৃষ্টিতে সমর্থন যোগ্য নয়।

৪৪. আবেদনকারীর পক্ষে বিদ্বান উকিল বলেন যে আবেদনকারী একটি স্বীকৃত সিনিয়র মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক এবং এমএমআর এবং কাজী হিসাবে সংশ্লিষ্ট সকলের পূর্ণ সন্তুষ্টির সাথে তার দায়িত্ব ও দায়িত্ব পালন করেছেন এবং মুসলিম বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদ অনুষ্ঠান সম্পাদনের জন্য এবং মুসলিম বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদের নিবন্ধনের জন্য অতিরিক্ত ফি আদায়ের বিষয়ে কোনও অভিযোগ নেই, সুতরাং আবেদনকারীর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হয়েছে তা ভিত্তিহীন, অস্পষ্ট, মনগড়া এবং ক্ষমতার রঙিন অনুশীলনের অপব্যবহার।

৪৫. আবেদনকারীর পক্ষে বিদ্বান উকিল বলেন যে, মহম্মদন বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদের সংবিধানে বা রাজ্যের শিক্ষা বিভাগের সংবিধানে এমএমআর এবং কাজীকে কোনও স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের সহকারী শিক্ষক হিসাবে কাজ করতে বাধা দেওয়া হয়নি এবং সহকারী শিক্ষকদের এমএমআর এবং কাজী এবং সহকারী শিক্ষকের দায়িত্বকে বাধা না দিয়ে এমএমআর এবং কাজী হিসাবে কাজ করতে বাধা দেওয়া হয়েছে, এইভাবে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ মুসলিম সমাজে আবেদনকারীর মর্যাদা ও মর্যাদাকে হ্রাস করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

৪৬. আবেদনকারীর আইনজীবী বলেন, আবেদনকারী সরকারি নির্দেশের বিপরীতে কোনও অপরাধ করেননি বা সরকারি কর্তৃপক্ষ এবং আবেদনকারীর জাতীয় গুরুত্বের মর্যাদা ও মর্যাদাকে বাধা না দিয়ে তাঁর জারি করা রসিদ ও শংসাপত্রে জাতীয় প্রতীক ব্যবহার করার কর্তৃত্ব রয়েছে এমন কোনও উল্লেখযোগ্য অসম্মান করেননি এবং আবেদনকারী কখনও কোনও নির্দোষ মানুষের কাছ থেকে কোনও পরিমাণ অর্থ আদায় করেননি এবং কখনও কোনও পদ্ধতিতে সরকার ও জনসাধারণকে প্রতারণা করেননি

নকল এমএমআর এবং কাজী আইনের অধীনে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যথাযথভাবে নিযুক্ত এমএমআর এবং কাজী, এইভাবে ১২.০৯.২০১১ তারিখের অভিযোগে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে পুরো অভিযোগটি কেবল মিথ্যাই নয়, অস্পষ্ট, মনগড়া এবং ভুল উপস্থাপনাও।

৪৭. আবেদনকারীর পক্ষে শিক্ষিত উকিল বলেন যে, ২৪.১২.১৯৮৬ তারিখের রেজিস্ট্রেশনের উপ-মহাপরিদর্শকের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে একজন মহম্মদন বিবাহ রেজিস্ট্রার এবং কাজী স্কুল এবং মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষকের বেতনভোগী পদে অধিষ্ঠিত হতে পারেন।

৪৮. আবেদনকারীর পক্ষে শিক্ষিত উকিল বলেন যে আসাম সরকারের সরকারী আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম বিবাহ রেজিস্ট্রারের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাদ্রাসার শিক্ষকরা মুসলিম সম্প্রদায়ের গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও ধর্মীয় স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি এবং পদগুলি সম্পূর্ণরূপে সাম্মানিক, মৌসুমী এবং খণ্ডকালীন, তাই এটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সরকারী আদেশ দ্বারা বিশেষত জিও দ্বারা সরবরাহ করা হয় তারিখ ১৪.০১.২০০৫ যে কোনও স্কুল বা মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাঁর দায়িত্বকে বাধা না দিয়ে সামাজিক ও দাতব্য প্রকৃতির যে কোনও সম্মানসূচক কাজ করতে পারেন, এইভাবে আবেদনকারী সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক হিসাবে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মুসলিম বিবাহ নিবন্ধক এবং কাজী হিসাবে নিযুক্ত হন।

৪৯. আবেদনকারীর পক্ষে শিক্ষিত উকিল বলেন যে, গৌহাটি হাইকোর্টের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ণকালীন বেতন এবং ভাতা সহ একজন স্কুল শিক্ষক কাজীর লাইসেন্স রাখতে পারেন কারণ কাজী একটি সম্মানসূচক পদ, এইভাবে আবেদনকারী সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক

এমএমআর পদে অধিষ্ঠিত হতে পারে এবং কাজী সম্মানসূচক পদে অধিষ্ঠিত হতে পারে এবং বিশেষ করে মুসলিম সম্প্রদায়ের সামাজিক ও দাতব্য স্বার্থ।

৫০. আবেদনকারীর পক্ষে বিদ্বান উকিল বলেন যে, আবেদনকারী প্রাথমিকভাবে একটি স্বীকৃত জুনিয়র হাই মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হন এবং ১৯২৯ সালের ১৪ই আগস্ট সরকারি আদেশ নং ৬২০-রেগনের বিধান অনুসারে সহকারী শিক্ষক হিসাবে কাজ করার সময় এমএমআর এবং কাজী হিসাবে নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সহ একটি আবেদন করেছিলেন এবং এই আবেদনের ভিত্তিতে আবেদনকারীকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুষ্ঠিত সাক্ষাত্কারে উপস্থিত করা হয়েছিল এবং নির্বাচিত হওয়ার পরে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীর পক্ষে লাইসেন্স এবং সানাদ জারি করে দিনহাটা পুলিশ স্টেশন, কোচবিহারের এখতিয়ারের মধ্যে এমএমআর এবং কাজী হিসাবে কাজ করার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট জুনিয়র হাই মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক হিসাবে তাঁর স্বাভাবিক দায়িত্ব, পরবর্তীকালে উক্ত মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক হিসাবে তাঁর স্বাভাবিক দায়িত্বকে বাধা না দিয়ে।

৫১. আবেদনকারীর পক্ষে আইনজীবী বলেন, এই আবেদনের সাথে সংযুক্ত নথির সিরিজ থেকে এটি স্পষ্ট যে আবেদনকারী দিনহাটা থানা এলাকার এমএমআর এবং কাজী হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন সংশ্লিষ্ট হাই মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক হিসাবে তার স্বাভাবিক দায়িত্ব ছাড়াও বিধি, ১৯২৯ এর বিধি ২৪ এর পাশাপাশি ২১.১২.২০০১ এবং ২০.০১.২০০৬ তারিখের সরকারী আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এমএমআর এবং কাজী কোনও সংস্থা/কর্পোরেশনের ব্যবসা, বাণিজ্য বা এজেন্ট হিসাবে কাজ করছেন না এবং এটি উক্ত বিধি, ১৯২৯ এর বিধি ২৪ এর অধীনে বিধান করা হয়েছে যে একজন মুহম্মদ দিনহাটা থানা এলাকার এমএমআর এবং কাজী হিসাবে কাজ করার জন্য নিযুক্ত ছিলেন

নিবন্ধককে অন্য কোনও বেতনভোগী নিয়োগ থেকে নিষিদ্ধ করা হবে না তবে শর্ত থাকে যে এটি মহামান্মাদান নিবন্ধক হিসাবে তাঁর দায়িত্ব পালনে হস্তক্ষেপ করবে না এবং আরও শর্ত থাকে যে তিনি রেজিস্ট্রেশন মহাপরিচালকের পূর্ব অনুমতি পেয়েছিলেন কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে আবেদনকারী কোনও স্বীকৃত উচ্চ মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক হিসাবে কাজ করার সময় এমএমআর এবং কাজী হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন, তাই রেজিস্ট্রেশন মহাপরিচালকের পূর্ব অনুমতির প্রয়োজন ছিল না।

৫২. আবেদনকারীর পক্ষে বিদ্বান উকিল বলেন যে, সরকারী গেজেটে প্রকাশিত ১৫ই অক্টোবর, ২০০৯ তারিখের সরকারি বিজ্ঞপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে, যেখানে বিধান করা হয়েছে যে, একজন মহামাদান রেজিস্ট্রারের লাইসেন্স ৬৫ বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত কার্যকর থাকবে, অথবা রাজ্য সরকার কর্তৃক এই ধরনের লাইসেন্স বাতিল বা স্থগিত করা হবে, যেটি আগে হোক না কেন, এইভাবে রাজ্য সরকারের কোনও আদেশ ছাড়াই জেলা রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) কোচবিহার দ্বারা দায়ের করা অভিপ্রায় অভিযোগ, যার ফলে আবেদনকারীর পক্ষে প্রদত্ত লাইসেন্স বাতিল বা স্থগিত করা হয়েছে, কার্যকর রয়েছে কারণ আবেদনকারী ৬৫ বছর বয়স অর্জন করেননি।

৫৩. আবেদনকারীর পক্ষে শিক্ষিত উকিল বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক ১৪ই জানুয়ারি, ২০০৫ তারিখে জারি করা প্রজ্ঞাপনের বিধানে বলা হয়েছে যে, কোনও শিক্ষক বা অ-শিক্ষক কর্মী তাঁর নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাঁর দায়িত্বকে বাধা না দিয়ে এবং একই সাথে হস্তান্তরিত-এর বিষয় (অস্থায়ী প্রশাসন) বিধিমালা, ১৯২৯ নিয়ম ২৪-এর শর্তাবলী অনুসারে প্রদান করে যে একটি সামাজিক ও দাতব্য প্রকৃতির যে কোনও সম্মানসূচক কাজ করতে পারেন

মহামাদান রেজিস্ট্রারকে অন্য কোনও বেতনভোগী নিয়োগ থেকে নিষিদ্ধ করা হবে না, তবে শর্ত থাকে যে এটি মহামাদান রেজিস্ট্রার হিসাবে তাঁর দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে হস্তক্ষেপ করবে না, এইভাবে আবেদনকারী কোনও স্বীকৃত মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক হিসাবে কাজ করার সময় এম. এম. আর এবং কাজী হিসাবে কাজ করেছিলেন, সহকারী শিক্ষক হিসাবে বা এম. এম. আর এবং কাজী হিসাবে তাঁর দায়িত্বের ক্ষেত্রে কোনও বাধা ছাড়াই।

৫৪. আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করেন যে, ১৯ অক্টোবর, ১৯৯৫ তারিখের সরকারি আদেশে আবেদনকারীকে এমএমআর এবং কাজী হিসেবে নিযুক্ত করার পর, আবেদনকারীকে সংশ্লিষ্ট জেলা রেজিস্ট্রারের পূর্বানুমতি গ্রহণের পর নিজ খরচে বই এবং ফর্ম মুদ্রণ করার এবং সংশ্লিষ্ট জেলা রেজিস্ট্রারের অনুমতিক্রমে "জাতীয় প্রতীক" লেখা তার বিধিবদ্ধ অফিস সিল প্রস্তুত করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। সেই অনুযায়ী, আবেদনকারী আইন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে সংশ্লিষ্ট জেলা রেজিস্ট্রারের অনুমতিক্রমে এমএমআর এবং কাজী হিসেবে একই কাজ করেছিলেন। সুতরাং, তার অফিস সিলে জাতীয় প্রতীকের অবৈধ ব্যবহারের অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্পষ্ট, বানানো এবং তুচ্ছ এবং বিশেষ করে আবেদনকারীকে এমএমআর এবং কাজী হিসেবে ১৯২৯ সালের বিধি ২৩ এর বিধান অনুসারে কাজ করার এবং বিবাহ নিবন্ধনের জন্য বেতন বা কোনও ভাতা হিসেবে চার্জ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

৫৫. আবেদনকারীর পক্ষে আইনজীবী বলেন, আবেদনকারী একটি স্বীকৃত উচ্চ মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক এবং এমএমআর ও কাজী হিসাবে সংশ্লিষ্ট সকলের পূর্ণ সন্তুষ্টির সাথে তার দায়িত্ব ও দায়িত্ব পালন করেছেন এবং মুসলিম বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদ অনুষ্ঠান সম্পাদনের জন্য

এবং মুসলিম বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদ নিবন্ধনের জন্য অতিরিক্ত ফি আদায়ের বিষয়ে কোনও অভিযোগ নেই।

৫৬. আবেদনকারীর পক্ষে বিদ্বান উকিল বলেন যে, মহামাদান বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদের সংবিধানে বা রাজ্যের শিক্ষা বিভাগের সংবিধানে এমএমআর এবং কাজীকে কোনও স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের সহকারী শিক্ষক হিসাবে কাজ করতে বাধা দেওয়া হয়নি এবং সহকারী শিক্ষকদের এমএমআর এবং কাজী এবং সহকারী শিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব বাধাগ্রস্ত না করে এমএমআর এবং কাজী হিসাবে কাজ করতে বাধা দেওয়া হয়েছে।

৫৭. ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪২০ ধারায় নিম্নরূপ বলা হয়েছেঃ

> "৪২০. প্রতারণা এবং অসৎভাবে সম্পত্তি হস্তান্তর করতে প্ররোচিত করা-যে কেউ প্রতারণা করে এবং এর মাধ্যমে প্রতারিত ব্যক্তিকে কোনও ব্যক্তিকে কোনও সম্পত্তি হস্তান্তর করতে, বা কোনও মূল্যবান সুরক্ষার সম্পূর্ণ বা কোনও অংশ তৈরি করতে, পরিবর্তন করতে বা ধ্বংস করতে প্ররোচিত করে, বা যে কোনও স্বাক্ষরিত বা সিল করা এবং মূল্যবান সুরক্ষায় রূপান্তরিত হতে সক্ষম এমন কোনও কিছু, যে কোনও বর্ণনার কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে যার মেয়াদ সাত বছর পর্যন্ত হতে পারে এবং জরিমানাও হতে পারে।"

৫৮. ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪১৮ ধারায় নিম্নরূপ বলা হয়েছেঃ

> "৪১৮. এই জ্ঞানের সাথে প্রতারণা করা যে অন্যায় ক্ষতি হতে পারে এমন ব্যক্তির জন্য যার স্বার্থ অপরাধী রক্ষা করতে বাধ্য।-যে ব্যক্তি এই জ্ঞানের সাথে প্রতারণা করে যে তার দ্বারা এমন কোনও ব্যক্তির অন্যায় ক্ষতি হতে পারে যার লেনদেনের সাথে প্রতারণার সম্পর্ক রয়েছে, সে হয় আইন দ্বারা বা কোনও আইনি চুক্তি দ্বারা রক্ষা করতে বাধ্য ছিল, তাকে তিন বছর পর্যন্ত দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড বা জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।"

৫৯. ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৬৮ ধারায় নিম্নরূপ বলা হয়েছেঃ

"৪৬৮. প্রতারণার উদ্দেশ্যে জালিয়াতি-যে কেউ জালিয়াতি করে, এই উদ্দেশ্যে যে [নথি বা বৈদ্যুতিন নথি জাল] প্রতারণার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে, সে সাত বছর পর্যন্ত মেয়াদের জন্য উভয় বর্ণনার কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে এবং অর্থদণ্ডেও দন্ডিত হবে।"

৬০. ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৭১ ধারায় নিম্নরূপ বলা হয়েছেঃ

"৪৭১. জাল ১ [নথি বা ইলেকট্রনিক রেকর্ড] আসল হিসেবে ব্যবহার করা– যে কেউ প্রতারণামূলকভাবে বা অসৎভাবে এমন ১ [নথি বা ইলেকট্রনিক রেকর্ড] আসল হিসেবে ব্যবহার করে যা সে জাল ১ [নথি বা ইলেকট্রনিক রেকর্ড] বলে জানে বা বিশ্বাস করার কারণ আছে, তাকে একইভাবে শাস্তি দেওয়া হবে যেন সে এই ১ [নথি বা ইলেকট্রনিক রেকর্ড] জাল করেছে।"

৬১. আবেদনকারীর কার্যকলাপ যথাযথ কর্তৃপক্ষের জ্ঞানের মধ্যে ছিল। আবেদনকারীর বয়স, যোগ্যতা এবং পেশা সম্পর্কিত শংসাপত্রগুলি জেলা রেজিস্ট্রারের হেফাজত এবং রেকর্ডের মধ্যে ছিল। আবেদনকারীকে একটি বিজ্ঞপ্তির অধীনে সম্মতি দেওয়ার জন্য বার্ষিক ভিত্তিতে বারবার নির্দেশ জারি করা হয়েছিল যা মুছে ফেলা যায়নি।

৬২. সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিবাহ নিবন্ধনের সংখ্যা সম্পর্কে অবগত ছিল এবং তাতে আপত্তি জানায়নি বা বাতিল করেনি। নাগরিকদের সাথে কাজ করা আবেদনকারীর কাজগুলি সুস্পষ্ট ছিল এবং বিদ্বেষপূর্ণ অভিপ্রায় নিয়ে বিদ্বেষপূর্ণ ছিল না। জালিয়াতি বা চাঁদাবাজি লেনদেনের জন্য আবেদনকারীর বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলি কোনও অভিযোগ দায়ের করেনি। আবেদনকারীর কাজটি পূর্বোক্ত অপরাধের উপাদানগুলিকে আকর্ষণ করে না।

৬৩. আবেদনকারীকে তার দুর্দশায় কঠোর বিচারের অধীন হতে দেওয়া যাবে না।

৬৪. উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, কার্যধারাটি হচ্ছে দিনহাটা পি. এস. মামলা ২০১১ সালের ৬৯৬ নং তারিখ ১৯.০৯.২০১১ এর ৪২০/৪১৮/৪৬৮ ৪৭১ ধারার অধীনে

২০১১ সালের জি.আর. নং ৭১৩ অনুসারে ভারতীয় দণ্ডবিধির মামলাটি দিনহাটা, কোচবিহারের বিজ্ঞ অতিরিক্ত মুখ্য বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে বিচারাধীন এবং উপরোক্ত মামলায় দিনহাটা, কোচবিহারের বিজ্ঞ অতিরিক্ত মুখ্য বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ বাতিল করা হলো।

৬৫. তদনুসারে, ফৌজদারি পুনর্বিবেচনার আবেদন নং ২০১৪ সালের সিআরআর ১১৫৮ অনুমোদিত।

৬৬. সেই অনুযায়ী, ২০১৪ সালের সিআরআর ১১৫৮ নিষ্পত্তি করা হল। সংযুক্ত আবেদন, যদি থাকে, তাও নিষ্পত্তি করা হল,

৬৭. খরচের বিষয়ে কোনও আদেশ নেই।

৬৮. প্রয়োজনীয় তথ্য এবং প্রতিপালনের জন্য এই রায়ের অনুলিপি বিজ্ঞ বিচারিক আদালত এবং সংশ্লিষ্ট থানায় পাঠানো হোক।

৬৯. সকল পক্ষ এই আদালতের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে যথাযথভাবে ডাউনলোড করা এই রায়ের সার্ভার কপির উপর কাজ করবে।

(বিচারপতি অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal